29-5-53

শরৎচন্দ্রের

হরিলক্ষ্মী

এস, বি, প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

এস, বি, প্রোডাকসন্সের নিবেদন !

হরিলক্ষ্মী

কলা-কুশলী পরিচয়

প্রযোজনা • শ্রীরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

● শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে ●

★ চিত্রনাট্য-রচনা : এস-বি-প্রোডাকসন্স ইউনিট ★

গীতকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার : : চলচ্চিত্রায়নে : যতীন দাস

শব্দানুলেখনে : শচীন চক্রবর্ত্তী : : শিল্প-নির্দ্দেশনায় : বটু সেন

যন্ত্র-সঙ্গীত-রূপে : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

রূপ-সজ্জায় : অক্ষয়, ইন্দু, রামচন্দ্র ও শম্ভু

স্থির-চিত্রগ্রহণে : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

প্রচার-সজ্জা-পরিবেষণে : প্রচারণী, কলাবিদ ও আর্টিষ্টস্ সার্কেল

ব্যবস্থাপনায় : মণি দাশগুপ্ত ও বীরেন রায়

প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল

সঙ্গীত-পরিচালনা : শৈলেশ রায়

★ সহযোগিতায় ★

চিত্র-পরিচালনায় : শৈলেন দত্ত ও পুনু সেন

চলচ্চিত্রায়নে : হরেন বসু ও সুকুমার শীল

শব্দানুলেখনে : ইন্দু অধিকারী, অমর মিত্র ও মণি

চিত্র-সম্পাদনায় : শৈলেন দত্ত ও নিরঞ্জন বসু

আলোক-সম্পাতে : মদন, দুখী, রামপদ, কৃষ্ণদাস

শিল্প-নির্দেশনায় : গোপী সেন

★ ★

পরিচালনা ও সম্পাদনা

অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

● ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং

● বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক ★ শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স লিমিটেড

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১৩ •

এস-বি-প্রোডাকসন্সের প্রচার-সচিব শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১এ, টেগোর ক্যাসল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত।

কাহিনী

চরিত্র-চিত্রণে :

সুনন্দা, সন্ধ্যারাণী, জহর, অসিতবরণ, অপর্ণা, রেবা, ভানু বন্দ্যোঃ, কানু বন্দ্যোঃ, সুধীর বন্দ্যোঃ, ধীরাজ দাস, রমেন বসু, পুনু সেন, বেচু, উষা, প্রতাপ ও মাষ্টার বাবুয়া

বেলপুরের তালুকটি ছোট হইলেও, সাড়ে পনের আনার মালিক শিবচরণ চৌধুরী নিজেকে নেহাৎ ছোট মনে করেন না।

বংশানুক্রমিক বর্ব্বরতার ঐতিহ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে শিবচরণের ত্রিতল অট্টালিকা—অনাবশ্যক উলঙ্গ রূঢ়তায় গ্রামের অসংখ্য কুটির শ্রেণীকে লজ্জা দিয়া। পাশেই দু'পাই-এর শরিক বিপিনবিহারীর জীর্ণ ভদ্রাসন—কিন্তু সে যেন শান্ত নদীকূলে জাহাজের পাশে জেলে ডিঙ্গির মতই বেমানান।

বহুকাল-প্রবাসী বিপিন সবে মাত্র গ্রামে ফিরিয়াছে—কমলা ও বছরী ছয়েকের সন্তান খোকনকে লইয়া। বিপিন শিল্পী, গান-বাজনা লইয়াই জীবন কাটায়, সংসারের অনাবশ্যক জটিলতা সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোনও কৌতূহল নাই, তাই জ্ঞাতি শিবচরণের ঐশ্বর্য্যের অশোভন ব্যবধান তাহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু কমলা অন্য ধাতু দিয়া গড়া ; দারিদ্র্য যে অপরাধ নয় তাহা সে জানে, তাই উৎপীড়িত প্রজাদের আর্ত্তনাদে ব্যাকুল হইয়া সে শিবচরণের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে চায়। স্বামীর নিকট অনুযোগ করে, কিন্তু সে অরণ্যে রোদন মাত্র ; স্বভাবতঃ নির্ব্বিরোধ বিপিন কিছুতেই শিবচরণের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে স্বীকার করে না। কমলা রাগ করিয়া বলে : "রাজত্বটা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের, বট্ ঠাকুরের কিছু

একলার নয়"। কথাটা শিবচরণের কানে যায় এবং বিপিনের অবাঞ্ছিত বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া ইহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিতে তৎপর হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে মৃতদার শিবচরণের সংসারে আসে হরিলক্ষ্মী। সহরের ম্যাট্রিক পাশ করা শিক্ষিতা তরুণী। শিক্ষা ও রূপ দু'-এ মিলিয়া অনতিদীর্ঘ অবসরেই সে শিবচরণের সব-কিছু অধিকার করিয়া বসে। লক্ষ্মী শোনে বিপিন ও তাহার স্ত্রী কমলা সম্বন্ধে নানা কথা। অতিরঞ্জনের মাহাত্ম্যে তাহা যে উগ্র রূপ ধারণ করে, তাহা শোভনও নয়, সুন্দরও নয়। লক্ষ্মীর বিবাহের সময় তাহারা ইচ্ছা করিয়াই এ বাড়ীতে আসে নাই, পিসীমা প্রমুখ মহিলারা বড় করিয়া এ কথাটা প্রচার করিতে ছাড়েন নাই। সমস্ত মিলিয়া কমলার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে লক্ষ্মীর মনে স্বভাবতই যে চিত্র ফুটিয়া ওঠে তাহা প্রীতিকর নয়। শিবচরণ চিৎকার করিয়া বলে: 'বিপ্‌নের বউ-এর এত দেমাক্—দেখে নেবো, বছর পেরুবে না!'

কিন্তু হরিলক্ষ্মীর অসুস্থতার সূত্র ধরিয়া, কমলার সহিত যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন শিক্ষিতা লক্ষ্মী সহজেই বুঝিতে পারে, এই পরম সপ্রতিভ নারী সম্বন্ধে যতটা সে শুনিয়াছে, ততটাই সত্য নহে, এবং স্বল্প কয়েকদিনের সান্নিধ্যের মধ্যেই কমলার সেই বিচিত্র স্বাতন্ত্র্য, কেমন করিয়া জানি না, লক্ষ্মীর অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। সহরের শিক্ষার নীরব আত্মাভিমান যাহাকে গ্রামের সমস্ত কদর্য্যতা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, কমলার পরম রসমধুর অথচ শোভন সান্নিধ্যে তাহা বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিতে চায় স্ফূর্ত্তির প্রাবল্যে। কিন্তু বাধা পায়। খোকনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সে একটি সোনার হার পরাইয়া দেয় তাহার গলায়। কিন্তু কমলা তাহা প্রত্যাখ্যান করে, বলে: 'আমরা গরীব

কিন্তু ভিখারী নই দিদি'। বিত্তশালীর অসঙ্গত উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে সচেতন এই নারীর রূঢ় সত্যভাষণে সম্বিৎ ফিরিয়া পায় হরিলক্ষ্মী—সে বলে: "বড়লোক মাত্রেই গরীবকে শুধু অপমান ক'রে বেড়ায় এইটুকু শুধু শিখে রেখেছ—ভালবাসতেও যে জানে এ তুমি শেখোনি, শেখা দরকার।"

লক্ষ্মী চলিয়া আসে নিদারুণ অভিমান ও আঘাতের বেদনা লইয়া। নারীর অভিমান যখন আত্মদহনের মূর্ত্তি ধরিয়া প্রবল ক্রোধে পরিণত হয় তখনই সে সাংঘাতিক বিস্ফোরণে নিজেকে বিদীর্ণ করিয়া অপরকেও ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তাহাই করিয়া বসিল হরিলক্ষ্মী। একেই ধূমায়মান বহ্নির অন্তর্দাহনে শিবচরণ জ্বলিতেছিল, তাহার উপর লক্ষ্মীর অভিযোগ সে অগ্নিতে যে আহুতি নিক্ষেপ করিল তাহার পরিণাম ভয়াবহ।

মিথ্যা দেনার অজুহাতে বিপিনের নদীর ধারের জমি নিলাম হইয়া গেল শিবচরণের চক্রান্তে। বিপিনের গোয়ালঘরের জমি নিজের বলিয়া ঘোষণা করিয়া, শিবচরণের পাইক-বরকন্দাজ মিলিয়া তাহাকে সমান করিয়া দিল—সেই অপ্রত্যাশিত কোলাহলের মধ্যে গোয়ালঘরের চাল ভাঙ্গিয়া তাহার তলায় চাপা পড়িল খোকন। কিন্তু এই অভিযানের নীরব নায়িকা হরিলক্ষ্মী, যে এতবড় অবিচারের নাটক দেখিতেছিল, শিবচরণের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—'খোকন চাপা পড়েছে' বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া প্রাচীরের অপর পার্শে মূর্চ্ছিতা হইল হরিলক্ষ্মী।—

এই কলরবের ভিতর মৃত্যুপথযাত্রী বিপিনের জীবনদীপ নিভিয়া গেল।

হরিলক্ষ্মী বাঁচিল, কিন্তু বাঁচিল না লক্ষ্মীর গর্ভে শিবচরণ চৌধুরীর আগামী বংশধর, তাই সর্ব্বহারা কমলা যখন খোকনকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল তখন সমস্ত জিতিয়াও জীবনসংগ্রামে পরাজিত শিবচরণ আসিল খোকনকে ভিক্ষা লইতে ..

— এক —

পথ চেয়ে বেলা যায় ছায়া নেমে আসে ঐ—
ঘাটে আছি একা আমি পড়ে।
ওই পারে যেতে চাই, পারানীর কড়ি নাই,
প্রভু তুমি দাও পার করে।
সংশয় কেন মানি, তব ক্ষমা পাব জানি
আলোতে যে এ আঁধার দেবে তুমি ভরে।
আর কোন নাহি ভয়, মোহরে করেছি জয়
ব্যথার পূজায় তাই আপনারে করি ক্ষয়।
শেষ হলো বেচা কেনা,
যতো কিছু লেনা দেনা —
এইবার কাছে তবে ডেকে নাও মোরে।

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—শৈলেশ রায়

— দুই —

দেবালয় ভরে আছে ধূপেরি বাসে—
মুরতি নীরব তবু দীপ নিভে আসে !
অন্ধ হৃদয় ভাবে, কোথা তারে খুঁজে পাবে !
দুয়ারে ভিখারী সেজে দেবতা হাসে—
দেবালয় ভরে আছে ধূপেরি বাসে।

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—শৈলেশ রায়

— তিন —

ক্লান্ত চরণ ঠিকানা যে খুঁজে মরে।
পাথেয় তো নাই, পথ যদি পাই
সেও তো আঁধারে ভরে
ক্লান্ত চরণ ঠিকানা যে খুঁজে মরে !
এই ভাঙ্গাগড়া খেলা কবে হবে শেষ
পারিনা বুঝিতে হায়—
বুকে কাঁদে তৃষা, আঁখি দুটি মোর
আলোরে খুঁজিতে চায়।
বালুচরে তবু হৃদয় আমার
আশায় বাসর গড়ে
ক্লান্ত চরণ ঠিকানা যে খুঁজে মরে।
হায় গো বিধাতা এ কি খেলা তব
আমারই ভাগ্য লয়ে
নেভা দীপ সম দূরে পড়ে আছি
শুধু অবহেলা বয়ে !
এই ঝরে যাওয়া মালা ফাগুনেরে হেন
পারিনা বাঁধিতে হায়
এ ভুবন মোর বারে বারে কেন
নীরবে কাঁদিতে চায়—
ভাঙা বাঁশরীতে প্রেমের রাখাল
তবু কেন সুর ধরে !

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

— চার—

যাবার বেলায় দিলাম তোমায় এই মালা
যদি কভু অনাদরে হয় ধুলি,
ভুলতে চেয়েও রইবে মনে—
জানি গো এই দিনগুলি।
এতো সাধের দিন গুলি,
যাবার বেলায় দিলাম তোমায় এই মালা
ভাবনা কেন আকাশ যদি
হঠাৎ হারায় মেঘে
ফুলের ব্যথা ধন্য করে কাঁটা যে রয় জেগে
হারিয়ে যাওয়ার হাতছানিতে
তাইতো শুধু ভুলি,
যাবার বেলায় দিলাম তোমায় এই মালা
বুঝবে তুমি সবই আছে
যায়নি কিছুই থেমে
এই আমি তো রইবে তোমার
ভাঙ্গা বুকের প্রেমে—
হয়তো শেষে নীরব ব্যথায় প্রদীপ নিভে যাবে
ঝরা ফুলের অভিমানে
আমায় খুঁজে পাবে!
পরপারের পথেই যে আজ
খেয়াতে পাল তুলি
যাবার বেলায় দিলাম তোমায় এই মালা!

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

—পাঁচ—

সারা দিনমান তটিনীর ঢেউ
গাহে যে তোমারই জয়,
যে জোয়ার আসে তোমার লীলায়,
সেও শেষে ভাঁটা হয়।
অকূলের খেয়া কূল খুঁজে খুঁজে,
হাওয়া ভরা পালে চলে,
তোমার প্রকাশ চারিধারে প্রভু
আকাশে বাতাসে জলে।
তবু তীরে এসে যবে ভরা তরী ডোবে
চেয়ে তুমি দেখো নাকো —
ওগো ভগবান, বলগো তখন কোথায় বা
তুমি থাকো।
সারা দিনমান তটিনীর ঢেউ
গাহে যে তোমারই জয়!
ফুলের মুগ্ধ নয়নে তোমার ইসারা জাগে
কত রঙে রূপে হাসে বসন্ত
তোমারই সে অনুরাগে!
শ্যামল কুঞ্জে তোমারই বিকাশ
গানে গানে বলে পাখী
অলি কয় ঐ তব মহিমাতে
ভরে শিশিরের আঁখি!
যবে কুঁড়িতে শিশিরে একা একা কাঁদে
চেয়ে তুমি দেখোনাকো—
ওগো ভগবান, বলগো তখন
কোথায় বা তুমি থাকো!

কথা—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
...জী লেন,
কলকাতা ... ১০

এস · বি · প্রোডাকসন্স-এর

আগামী

নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

ছবি

বাংলা · হিন্দি ও তামিল ভাষায়

শরৎচন্দ্রের

শুভদা

হিন্দি সংস্করণ গঠন-পথে

পরিচালনা · নীরেন লাহিড়ী

সুর-যোজনা · রবীন চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ-সাফল্য ধন্য সামাজিক নাটকের

হিন্দি চিত্ররূপ

ভোলা মাষ্টার

শরৎচন্দ্রের

মঞ্চ ও চিত্র সাফল্যধন্য নাটকের

হিন্দি চিত্ররূপ

দত্তা